নিউজলেটার (অক্টোবর - ডিসেম্বর)

কৃষি খাত:

উদ্যোক্তা র্পযায়ে কোকোডাষ্ট মিডিয়া ব্যবহার করে মানসম্পন্ন সবজি ও ফলের চারা উৎপাদন ও বিপনন:

২২ শে ডিসেম্বর স্বনামধন্য নন গভর্মেন্ট র্অগানাইজেশন সোপিরেট-সাসটেইনএবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্টের(এসইপি) এর কৃষক, প্রজেক্ট ম্যানেজার, টেকনিক্যাল অফিসার কোকোডাষ্ট ব্যবহার করে প্লাস্টিক ট্রে তে মাটি বিহীন সবজি ও ফলের চারা উৎপাদন বিষয়ক র্কাযক্রম পরির্দশন করেন। উল্লখ্যে আমরা সমন্বিত কৃষি ইউনিট-কৃষি খাত র্কতৃক ২০১৯ সাল থেকে এই ক্লাইমেটে স্মার্ট প্রযুক্তিটি বাস্তবায়ন করে আসছি। এ র্পযন্ত অত্র অঞ্চলে ৬ জন উদ্যোক্তা তৈরি হয়েছেন। যারা প্রতবিছর কয়েক লক্ষ চারা যেমন: ফুলকপি, বাধাকপি টমেটো, মরিচ, বেগুন, করলা, মিষ্টিকুমড়া, লাউ, পেঁপে ইত্যাদি উৎপাদন এবং বাজারজাত করেন। এ প্রযুক্তির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো: সর্ম্পূন মাটির ব্যবহার বিহীন চারা উৎপাদন করা যায়। যার ফলে কৃষকের চারা উৎপাদনে ঝামলো কম তাছাড়া প্রতিটি চারা সম আকারের সতেজ সজীব হওয়ায় কৃষক র্পযায়ে এই চারার গ্রহনযোগ্যতাও দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। উক্ত উদ্যোক্তাগন এর উৎপাদিত চারার ব্যাপ্তি সুর্বনচর পেরিয়ে অন্যান্য উপজলোয় ও পৌঁছে গিয়েছে তারই ধারাবাহিকতায় উক্ত সংস্থাটি আমাদের অঞ্চলে চারা উৎপাদন র্কাযক্রম পরিদর্শনে আসেন এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রশিক্ষণ নিয়ে যান। যেহেতু বীজের অঙ্কুরোদ ক্ষমতা বেশি , চারার মৃত্যুর হার কম, রোগ জীবানুমুক্ত সুস্থ সবল চারা তৈরি হয় পাশাপাশি বন্যা ও লবনাক্ত এলাকায় মাটি ছাড়া মানসম্পন্ন চারা উৎপাদনের সুযোগ রয়েছে সেহেতু অত্র অঞ্চলের পাশাপাশি সমগ্র দেশেই এই দারুন প্রযুক্তিটি বাস্তবায়নের সুযোগ রয়েছে।

প্রাণিসম্পদ খাত:

লেয়ার /ব্রয়লার/সোনালী মুরগি বিষয়ক প্রশিক্ষণ (অনাবাসিক)

২৭.১১.২০২২ হতে ২৮.১১.২০২৩ ইং(২দিন)তারিখে পূর্বচরবাটা, সাগরিকা শাখা অফিসে লেয়ার /ব্রয়লার/সোনালী মুরগি বিষয়ক প্রশিক্ষণ (অনাবাসিক) অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব ডাঃ মোঃ ফখরুল ইসলাম, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, জনাব ডাঃ সোহাইল হোসেন, একমি ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানী, মোঃ আনিসুর রহমান, প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা। আরও উপস্থিত ছিলেন পূর্বচরবাটা শাখার সম্মানীত শাখা ব্যবস্থাপক, সফল খামারী ও সম্মানীত নতুন প্রদর্শনীর সদস্যবৃন্দ।

হাঁস-মুরগি পালন করতে গিয়ে খামারীরা যে সকল সমস্যাবলীর সম্মুখীন হয় এবং সমস্যাবলী কিভাবে সমাধান করা যায় তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করাসহ ভিডিও প্রদর্শন করা হয়। হাঁস মুরগির ভ্যাক্সিন কোথায় পাওয়া যায় এবং কিভাবে কখন প্রয়োগ করতে হয় তাও আলোচনা হয়।

হাঁস মুরগির বাসস্থান ব্যবস্থাপনা, খাদ্য ব্যবস্থাপনা, রোগ ব্যাধি প্রতিরোধ ও প্রতিকার বিষয়ক আলোচনা করা হয়। সফল খামারীরা তাদের সাফল্য কথা উপস্থিত প্রশিক্ষণার্থীর সম্মুখে উপস্থাপন করেন। সর্বশেষ খামারীদের সেবা মূল্য গ্রহন ও তাদের যাতায়াত খরচ প্ররিশোধ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে প্রশিক্ষণের কার্য্য সমাপ্ত ঘোষনা করা হয়।

Learning and Innovation Fund to Test New Ideas (LIFT) কর্মসূচির আওতায় "পারিবারিক, বাণিজ্যিক ও প্যারেন্টস্টক খামার পর্যায়ে জলবায়ুসহিষ্ণু কালার ব্রয়লার মুরগি পালনের মাধ্যমে পুষ্টিনিরাপত্তা ও দারিদ্র্য বিমোচন

কালার ব্রয়লার পালনের মাধ্যমে ভাগ্যবদল

নাম: ছালেহা বেগম, স্বামী: নুরুল হদা, সমিতি: জোনাকী, শাখা: পূর্ব চরবাটা

২৪ অক্টোবর ২০২২ইং তারিখে সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক সংস্থার ঋণী সদস্য ছালেহা বেগমকে ১১০টা মুরগীর বাচ্চা, খাদ্য, খাদ্য পাত্র, পানির পাত্র, ঔষধ, রেজিস্টার, সাইনবোর্ড, জীবানুনাশক ইত্যাদি বিতরণ করা হয়। পরবর্তীতে ৩০ অক্টোবর ২২ ইং রাণীক্ষেত প্রথম ডোজ ভ্যাকসিন প্রদান করা হয়। এরপর ধাপে ধাপে গামবোরো ও ফাউল ফক্সের টিকা প্রদান করা হয়। সাপ্তাহিক তদারকি ও তথ্যসেবা প্রদান করার ফলে মুরগী পালনে সফলতা লাভ করেন সালেহা বেগম।

৫৫দিন বয়সে গড় ওজন ১.২কেজি- ১.৫ কেজির হয়। পরবর্তীতে মুরগী বাজারে বিক্রি করে অর্থনৈতিক লাভ্যবান হয় তিনি। লাভের কিছু টাকা দিয়ে পরবর্তীতে কালার ব্রয়লার ক্রয় করে খামার কাযক্রম চলমান রাখেন। লাভের বাকী অংশ সন্তানদের লেখাপড়া ও অন্যান্য সংসারের কাজে ব্যয় করেন।

Learning and Innovation Fund to Test New Ideas (LIFT) কর্মসূচির আওতায় "দারিদ্র্য বিমোচন ও পুষ্টিনিরাপত্তা অর্জনে মাংস উৎপাদনশীল ব্রয়লার টাইপ পেকিন হাঁস সম্প্রসারণ"

পারভীন বেগমের পেকিন হাঁস পালন

নাম- পারভীন বেগম, স্বামী- আলী আহম্মেদ, সমিতি- নয়নতারা মহিলা সমিতি, শাখা- চরবাটা।

দীর্ঘ ১০ বছর ধরে পারভীন বেগম দেশি হাঁস পালন করে আসছে কিন্তু আধুনিক হাঁস পালন পদ্ধতি ও আধুনিক জাত সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার কারণে হাঁস পালন করে লাভবান হতে পারেননি। এছাড়াও হাঁসের ভ্যাকসিন, ঔষধ সম্পর্কে ধারণা না থাকায় হাঁস পালনে সফলতা অর্জন করতে পারেননি।

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক পেকিন হাঁস প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত প্রর্দশনী লাভ করার পর পারভীন বেগমকে ৫০টি হাঁস, হাঁসের খাদ্য, খাদ্য পাত্র, পানির পাত্র, জীবানুনাশক, রেজিস্টার, সাইনবোর্ড, ঔষধ ইত্যাদি বিতরণ করা হয়। প্রর্দশনী বাস্তবায়নের পূর্বে হাঁস পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন তিনি। সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার কারিগরি কর্মকর্তা কর্তৃক সাপ্তাহিক তত্ত্বাবধায়ন, তথ্যসেবা প্রদান, ওজন নির্ণয়, ভ্যাকসিনেশন ইত্যাদি কাযক্রম পরিচালনা করার ফলে পারভীন বেগম একদিকে হাঁস পালন সম্পর্কে হাতে কলমে জ্ঞান অর্জন করেন অন্যদিকে সংসারের কাজের পাশাপাশি হাঁস পালন চালিয়ে যেতে থাকেন। ৫০দিন বয়সে হাঁসের ওজন গড়ে ১.৫০ গ্রাম হয়। তিনি ৭৫দিনে হাঁস বিক্রির সিদ্ধান্ত নেন। সেই সময় হাঁসের গড় ওজন হয় ২.৩০ গ্রাম। প্রতি হাঁস তিনি ৮০০-১০০০ টাকা দরে বিক্রি করেন। প্রাপ্ত অর্থ থেকে কিছু অংশ ব্যয় করে তিনি পুনরায় হাঁস ক্রয় করেন এবং বাকি অংশ দিয়ে সংসারের যাবতীয় খরচ বহন করেন।

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক পেকিন হাঁস প্রকল্পের আওতায় এসে এভাবেই দারিদ্র্য জয় করে সংস্থার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন পারভীন বেগম।

সাসটেনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রোগ্রাম (এসইপি) এর "পরিবেশবান্ধব উপায়ে নোয়াখালী জেলায় মহিষ পালন ব্যবসাগুচ্ছের সম্প্রসারণ"

মিল্ক ক্যান বিতরণ :

মিল্ক ক্যান হল এ্যালুমিনিয়াম পাত্র, যেখানে তরল দুধ রাখলে দীর্ঘ সময় ধরে ভালো থাকে এবং দুধ সহজে নষ্ট হয় না।

২০/১০/২০২২ইং **তারিখে** সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার হল রুমে শেখ আহম্মদকে মিল্ক ক্যান দেওয়া হয়। মিল্ক ক্যান বিতরণ করেন জনাব সাইফুল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক ও জনাব শামছুল হক, উপপরিচালক। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ হাসনাইন (প্রকল্প ব্যবস্থাপক), শামছুন্নাহার (পরিবেশ কর্মকর্তা), ডাঃ সনজীব চন্দ্র নাথ (টেকনিক্যাল অফিসার) এবং জনাব মোঃ নুরুল করিম (ফাইন্যান্স এন্ড প্রকিউরমেন্ট অফিসার)।

মিল্ক ক্যান বিতরনের উদ্দেশ্য হলো সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্টের আওতায় যে সমস্থ খামারী/দধি ব্যবসায়ী আছেন তারা যেন তাদের সংগ্রহিত দুধ দীঘ সময় ভালো রাখতে পারেন এবং প্লাষ্টিকের ড্রামে দুধ সংরক্ষন বা পরিবহন করা থেকে বিরত থাকে।বর্তমান সুবর্ণচর উপজেলায় ১২জন খামারী/ব্যবসায়ীদের মাঝে ৪৩ টা মিল্ক ক্যান বিতরন করা হয়েছে। সবাই এই মিল্ক ক্যানে দুধ সংগ্রহ, পরিবহন এবং সংরক্ষন করে ভালো সুফল পাচ্ছেন।

সমৃদ্ধি কর্মসূচী চরএলাহী ইউনিয়ন

মেডিসিন ও হৃদরোগ বিষয়ক বিশেষ স্বাস্থ্য ক্যাম্প

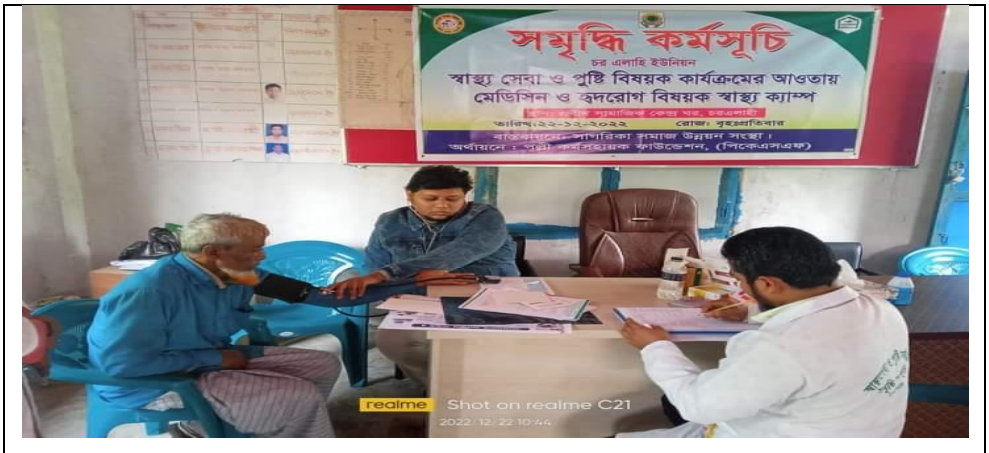

কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা থেকে ২০ কিলোমিটার দুরে ৮ নং চরএলাহী ইউনিয়ন অবস্থিত। উপজেলা সদর থেকে দূরত্ব বেশি হওয়ায় এই এলাকার মানুষ স্বাস্থ্য সেবা থেকে বঞ্চিত। স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে রয়েছে এলাকার নারী, পুরুষ, শিশু ও প্রবীন ব্যাক্তিরা। স্থানীয় জনসাধারণের স্বাস্থ্য ঝুঁকির কথা বিবেচনায় নিয়ে অদ্য ২২/১২/২০২২ ইং তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার চরএলাহী ইউনিয়নের সমৃদ্ধি কর্মসূচীর স্বাস্থ্য সেবা ও পুষ্টি বিষয়ক কার্যক্রমের আওতায় প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্রঘর চরএলাহী ভেন্যুতে মেডিসিন ও হৃদরোগ বিষয়ক বিশেষ স্বাস্থ্য ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত স্বাস্থ্য ক্যাম্পে চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন ডা: রোকনুজ্জামান (পাভেল) এমবিবিএস,এমএস জোরেল সার্জারী

বিএসএমএমইউ, ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন চট্রগ্রাম মেডিকেল কলেজ ও ডা: আশরাফুল হায়দার(শৌলন), এমবিবিএস (ডিইউসিএমইউ) মেডিসিন ও বাত ব্যথা,বসুর হাট হেল্‌থ কেয়ার হসপিটাল। ক্যাম্পে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমৃদ্ধি কর্মসূচীর কোডিনেটর এন্ড এরিয়া ম্যানেজার সমৃদ্ধি চরএলাহী অঞ্চল ও প্রকল্প ফোকাল পার্সন কৈশোর কর্মসূচী, সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা। কার্যক্রমটি সকাল ৯ ঘটিকা থেকে শুরু হয়ে দুপুর ২ টা পর্যন্ত পরিচালিত হয়েছে। স্বাস্থ্য ক্যাম্পে চরএলাহী ইউনিয়নের ১৫৮ জন ডাক্তার সেবা গ্রহণ করেন তার মধ্যে শিশু ৩১ জন, গর্ভবতী মহিলা ৪৫ জন ও প্রবীণ ব্যক্তি ৮২ জন স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ করেন। এতে করে চরএলাহী ইউনিয়নের মানুষের স্বাস্থ্য সেবা ত্বরান্বিত হবে। প্রদর্শিত ছবিতে মেডিসিন ও হৃদরোগ বিষয়ক বিশেষ স্বাস্থ্য ক্যাম্পে প্রবীণ ব্যাক্তি ডাক্তার সেবা গ্রহন করছেন।

৬নং চর আমান উল্যাহ ইউনিয়নে প্রবীণের সেবায় সমৃদ্ধি কর্মসূচি

প্রবীণ হুইল চেয়ার বিতরণঃ

প্রতি বছর সমৃদ্ধিভুক্ত অসহায় ও গরীব লোকদের মধ্য থেকে অসচ্ছল লোক (যারা পায়ে হাঁটা চলা করতে পারেনা) বাছাই করে হুইল চেয়ার বিতরণ করা হয়। অর্থ বছরে ৪ জনকে হুইল চেয়ার প্রদান করা হয়।

বিশেষ স্বাস্থ্য সেবা ক্যাম্পঃ-

বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী তিনটি বিশেষ স্বাস্থ্য সেবা ক্যাম্পের আওতায় ১৭/১২/২২ ইং তারিখে(নাক-কান-গলা ও গাইনী ও শিশু) ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। প্রত্যেক ক্যাম্প একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ও একজন মেডিকেল অফিসারের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বিশেষ স্বাস্থ্য সেবা ক্যাম্প এ মোট উপকারভোগীর সংখ্যা ১৫৬ জন।প্রবিণ সামাজিক কেন্দ্র ঘরে ক্যাম্পটি অনুষ্ঠিত হয়।

নাক -কান-গলা রোগীদের সেবা প্রদান করছেন ডাঃ নাজমুল হাসান, এমবিবিএস, (চমেক) বি সি এস(স্বাস্থ) এম এস(ইএনটি,বি এস এম এম ইউ),নাক,কান,গলা রোগ বিশেষজ্ঞ ও হেডনেক সার্জন,জাতীয় ক্যান্সার গবেসনা ইনিস্টিটুিড ও হাসপাতাল, মহাখালী,ঢাকা। গাইনী ও শিশু রোগীদেও সেবা প্রদান করছেন ডাঃ বিথি বিশ্বাস । এমবিবিএস, (ডিইউ) বিসিএস(স্বাস্থ্য), পিজিটি (গাইনি), সিএম ইউ,আল্ট্রা।

Recovery and Advancement of Informal Sector Employment (RAISE) Project

কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ঋণ বিতরণ: (Training for Covid-19 affected micro-Entrepreneur):

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার পূর্ববর্তী ঋনগ্রহীতা (জানুয়ারী ২০২০ এর পূর্বের ঋণী) যারা কোভিডে ক্ষতিগ্রস্ত এবং তাদের ব্যবসার কার্যক্রম পূনরুদ্ধারের জন্য আর্থিক সহায়তা করছেন। প্রাথমিকভাবে এমন ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের প্রকল্পের অংশগ্রহনকারী হিসাবে নির্বাচনের জন্য পিকেএসএফ এর গৃহীত নীতিমালা সাপেক্ষে ৬০০ জনকে স্বল্প সার্ভিস চার্জে ক্ষুদ্রাকারে ঋণ দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি আগামী কোয়াটারের মধ্যে রেইজ ঋণ গ্রহীতাদের প্রত্যেক সদস্যকে (রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এন্ড বিজনেস কন্টিনিউটি ট্রেনিং) ৩ দিনের প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হবে। প্রদর্শিত ছবিতে শাখা ব্যবস্থাপক কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্ত সদস্যদের মাঝে ঋণ বিতরন করছেন।

নিম্ন আয়ের পরিবারভূক্ত তরুণদের শিক্ষানবিশ (Apprenticeship) প্রশিক্ষণ:

নিম্ন আয়ের পরিবারভূক্ত তরুণদের যাদের বয়স ১৫-৩৫ বছর তাদের ৬ মাসের প্রশিক্ষণ করানো হচ্ছে। বর্তমানে সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা ২৫ জন ওস্তাদের আওতায় ৫০ জনকে ট্রেড ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। প্রশিক্ষণটি মাস্ট্রারক্রাফটপার্সন (ওস্তাদ) মাধ্যমে ১লা জানুয়ারী ২০২৩ থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত চলমান থাকবে। প্রদর্শিত প্রথম ছবিতে ওস্তাদ সার্কিটকে মোবাইল সার্ভিসিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। প্রদর্শিত দ্বিতীয় ছবিতে প্রকল্প সমন্বয়কারী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ফলোআপ করছেন।

মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচি:

পশ্চিম চরবাটা, চর বাটা ইউনিয়ন, সূবর্ণচর, নোয়াখালী জেলার সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার তোতার বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য মো: সাহাবউদ্দিন (২৭বছর) সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থায় ১০০/- টাকা সঞ্চয় দিয়ে ১৬/০২/২০২১ইংতারিখে সদস্য পদে ভর্তি হন, ২২/০২/২০২১ ইং তারিখে ২লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে ব্যবসায় সম্প্রসারন শুরু করেন। শুরুতে হকার দিয়ে ভাংগালী মালামাল ক্রয় করান, এর পর

১২/০১/২০২২ ইং ৫ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে পাইকারী ভাংগারী মাল ক্রয় শুরু করেন এবং সেই সাথে ভাংগারী মাল গোডাউনে রেখে পরিস্কার করে পরিবেশ বান্ধক প্লাষ্টিক কারখানা শুরু করেন। ব্যবসায়ের আয়ের মাধ্যমে ৫ গোন্ডা জমি ক্রয় করেন। বর্তমান ০৭/১১/২০২২ইং তারিখে ১০লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করে কাজের পরিধি আরো বৃদ্ধি করেন। তার কারাখানায় বর্তমানে ১৭জন নিয়মিত শ্রমিক নিয়োজিত আছেন, এছাড়া ৪৫জন হকার প্রতিদিন ভাংগারী মালামাল সরবরাহ করেন। তার কারখানার মাধ্যমে তিনি নিজে স্বচ্ছল এবং ১৭টি পরিবারের ভরনপোষন চলতেছে। তার স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে বর্তমানে স্বচ্ছল জীবন যাপন করতেছে। তিনি সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন।

চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প - ব্রিজিং (অতিরিক্ত অর্থায়ন)

অবহিতকরণ সভা:

২০/১০/২২ তারিখে সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প-ব্রিজিং (অতিরিক্ত অর্থায়ন) এর সামাজিক ও জীবিকা উন্নয়ন কম্পোনেন্ট এর অবহিতকরণ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে সংস্থায় আগমন করেন জনাব দেওয়ান মাহবুবুর রহমান, জেলা প্রশাসক, নোয়াখালী। তাঁকে ফুল দিয়ে বরণ করেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ও সহকারী পরিচালক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ এ. এইচ.এম খায়রুল আনম চৌধুরী সেলিম, উপজেলা চেয়ারম্যান, সুবর্ণচর, নোয়াখালী, জনাব চৈতী সর্ববিদ্যা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সুবর্ণচর, নোয়াখালী, জনাব বজলুল করিম, ডেপুটি টিম লিডার (উন্নয়ন), সিডিএসপি।অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক, সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন জনাব দীলিপ চন্দ্র দাস, সভাপতি, কার্যকরী পরিষদ, সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সাংবাদিকবৃন্দ।

সভায় বক্তারা সামাজিক ও জীবিকা উন্নয়নের নানান দিক সম্পর্কে আলোচনা করেন। এছাড়াও সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মো: সাইফুল ইসলাম সংস্থার মাধ্যমে পরিচালিত সেবা ও উন্নয়ন কাযর্ক্রমসমূহ তুলে ধরেন।

বাংলাদেশে মানব সম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্প

স্থানীয় উদ্যেগতাদের স্যানিটেশন বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ

গত ৬-৮ ডিসেম্বর সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে বাংলাদেশে মানব সম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্প এর আওতায় স্থানীয় উদ্যেগতাদের স্যানিটেশন বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণটির আয়োজন করেন ইউএসটি ও ইজেন কনসালটেন্টস এবং সহযোগিতায় ছিলেন পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শেখর, ক্যাপাসিটি বিল্ডিং স্পেশালিস্ট, টিএফার্ম, ধনদ্বীপ চাকমা, টেকনিক্যাল এনালাইসিস, টিএফার্ম। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী সংখ্যা ছিলো ২৭জন।

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ছিলো স্যানিটারী ল্যাট্রিন তৈরি যেনো সবার একইরকম হয় এবং এর গুনগত মান একই থাকে, স্যানিটারী ল্যাট্রিন তৈরির প্রয়োজনীয়তা, দুই গর্ত বিশিষ্ট টয়লেটের শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কে ধারণা প্রদান ইত্যাদি। এছাড়াও হাতে কলমে ডেমো টয়লেট তৈরি শেখানো হয় প্রশিক্ষণার্থীদের।

কৈশোর কর্মসূচি

সফট স্কিল প্রশিক্ষণঃ

গত ১৯/১১/২০২২ইং তারিখে ইউনিয়ন ভিত্তিক (চর জব্বর ইউনিয়ন) কৈশোর কর্মসূচির উদ্যোগে কিশোর- কিশেরী ক্লাব সদস্যদেও মাজে সফট স্কীল উন্নয়ন (শুদ্ধ উচ্চারণ ও কবিতা আবৃত্তি) প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চর জব্বর ইয়নিয়নের গুনি ব্যক্তি ও স্বরচিত কবিতা লেখক জনাব আলী হোসেন ইউনিয়ন সচিব(অবসর)।

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যঃ কিশোর- কিশোরী যাতে শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে পারে সে বিষয়ে তাদের উচ্চারণের কৌশল নিয়ে কথা বলেন। যাতে তাদের পরবর্তীতে উচ্চারনের সমস্যা না হয়। কবিতা লেখা ও উচ্চারণ নিয়ে তিনি বলেন, কবিতা লেখার কোন বয়স নেই, যে কোন বয়সে কবিতা লেখা যায়, তিনি কিশোর কিশোরীদেও উদ্দেশ্যে বলেন তোমরা নিজেরা কবিতা লেখার চর্চা কর । এতে তোমাদের প্রতিভা জাগ্রত হবে । কিভাবে কবিতা লিখতে হবে, কবিতার বিষয় বস্তু নির্ধারণ, বানান শুদ্ধ করণ, উচ্চারণের শুদ্ধতা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেন।

শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচিঃ

বর্তমানে মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে প্রদানকৃত বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ০৬জন। এই বৃত্তিটি স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের প্রদান করা হয়। শিক্ষার্থীরা হলেন- ১. বেলায়েত হোসেন,লেদার প্রোডাক্ট ইঞ্জিনিয়ারিং – ২য় বর্ষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২. নুর মাওলা, লোক প্রশাসন - ২য় বর্ষ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ৩. নাহিদা আক্তার নিপা, রাজনীতি বিজ্ঞান - ২য় বর্ষ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ৪. শাহনাজ সুলতানা, অর্থনীতি - ২য় বর্ষ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ৫. বিপাশা মজুমদার, নৃ- বিজ্ঞান- ৪র্থ বর্ষ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ৬. মোঃ নাইম, রসায়ন বিজ্ঞান - ৪র্থ বর্ষ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

শিক্ষার্থীদের মাসিক প্রাপ্ত বৃত্তির পরিমাণ ৩০০০টাকা, জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৬ মাসে প্রদানকৃত অর্থ ১৮০০০ টাকা। শিক্ষার্থীরা তাদের প্রাপ্ত বৃত্তির অর্থ এক্সিম এক্সপোর্ট ইমপোর্ট বাংলাদেশ লিঃ এর মাধ্যমে গ্রহণ করে থাকেন।

সাংস্কৃতিক কর্মসূচি

২১ ডিসেম্বর ২০২২ ইং তারিখে জেলা প্রশাসকের আয়োজনে মুক্তিযুদ্ধের বিজয় মেলা অনুষ্ঠানে সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার সাংস্কৃতিক শিক্ষা কেন্দ্রের ১৫জন শিক্ষার্থী, ৩ জন দক্ষ প্রশিক্ষক সহ বিজয় মঞ্চে গান ও নৃত্য উপস্থাপন করে। প্রতিবছরেই সমাজ উন্নয়ন সংস্থার সাংস্কৃতিক শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষাথীরা বিজয় মঞ্চে পরিবেশা উপস্থাপন করে থাকে।সুবর্ণচর উপজেলার স্কুল কলেজের বিশেষ করে এলাকার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছেলে-মেয়েদের সাংস্কৃতিক বিষয়ে বুনিয়াদি শিক্ষায় দক্ষতাসৃষ্টি, জাতীয় দিবস ও উৎসব সমূহে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষিত স্থানীয় শিল্পী ও কলাকুশলীদের সুন্দর পরিবেশনা উপস্থাপন করার উদ্দেশ্যেই সংস্থা সুবর্ণচর সাগরিকা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীকে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। এর ফলে সুবর্ণচর উপজেলার ছেলে-মেয়ে সাংস্কৃতিক জ্ঞান ও দক্ষতায় গড়ে উঠছে এবং অনুষ্ঠানে পারফরমেন্স করছে। এর ফলে সমাজে প্রগতিশীল ও অসাম্প্রদায়িক সাংস্কৃতিক চিন্তা চেতনার উন্মেষ সাধিত হচ্ছে।

সাগরিকা ডায়াগনস্টিক সেন্টার

প্যাথলোজি বিভাগঃ

সাগরিকা ডায়াগনস্টিক সেন্টারে রয়েছে প্যাথলোজি বিভাগ। প্যাথলজিস্ট হিসেবে দায়িত্বরত আছেন সাবিনা ইয়াসমিন, বিএসসি, ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল টেকনোলজিস্ট। হেমাটোলিজিক্যাল, বায়োক্যামেস্ট্রিক্যাল, সেরোলজিক্যাল, ইউরিন, স্টুল, সিমেন ইত্যাদি টেস্টের ব্যবস্থা রয়েছে।

সাগরিকা লার্নিং এন্ড রির্সাচ সেন্টার

সাগরিকা লার্নিং এন্ড রির্সাচ সেন্টারটি ব্যবহৃত হয় বিভিন্ন ট্রেনিং, মিটিং ইত্যাদির জন্য। এ যাবৎকালে প্রায় ৩০টিরও বেশি প্রতিষ্ঠান এই সেন্টারে বিভিন্ন ট্রেনিং ও মিটিং সম্পন্ন করেছেন।প্রতিষ্ঠান সমূহের নাম নিম্নরূপঃ

ইউনাইটেড পারপাস - এনজিও, সালিডারিডেড ইন্টারন্যাশন্যাল, ব্র্যাক, সুপ্রিম সিডস কোঃ লিঃ, লাল তীর সিডস কোঃ লিঃ, প্রাণ,আরএফএল, ই. জেন কনসালটিং লিঃ, আকিজ বিড়ি কোঃ লিঃ, রুবি সিমেন্ট লিঃ, ইবনে সিনা ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ, বিএসআরএম স্টিল কোঃ লিঃ, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ফিশারিজ ডিপার্টমেন্ট, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট, লাইভস্টক ডিপার্টমেন্ট, সোপিরেট, পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার, পেট্রোলিয়াম বাংলাদেশ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ মৃত্তিকা সম্পদ ইনস্টিটিউট।

৩৯তম অর্ধ-বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

গত ৩০/১২/২২ইং তারিখ, রোজ শনিবার সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় ৩৯তম অর্ধ-বার্ষিক সাধারণ সভা। প্রতিবছর ২ বার এই সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বছরের জুলাই মাসে বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ডিসেম্বর মাসে অর্ধ-বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ৩৯তম অর্ধ-বার্ষিক সাধারণ সভা শুরু হয় সকাল ৯.০০টা থেকে এবং শেষ হয় বিকাল ৩.০০টায়।এই সভায় উপস্থিত ছিলেন আলহাজ্ব মোঃ শামছুল হক, উপ-পরিচালক, জনাব দিলীপ চন্দ্র দাস, সভাপতি, গৌরাঙ্গ চন্দ্র দাস, সহ-সভাপতি, মোঃ ইস্রাইল, সাধারণ সম্পাদক, সাহিদা আক্তার, সহ-সাধারণ সম্পাদক, মারজানা আক্তার, কোষাধ্যক্ষ, হোসনেয়ারা বেগম, সদস্য, শিল্পী রাণী মজুমদার, সদস্য, মোঃ সাইফুল ইসলাম, সদস্য সচিব, মোহাম্মদ মোস্তফা, উপদেষ্টা সভাপতি, মোহাম্মদ মোনায়েম খান, উপদেষ্টা সদস্য, মোঃ গোলাম মাওলা, উপদেষ্টা সদস্য, মীজানুর রহমান, উপদেষ্টা সদস্য, মোঃ শামছুজ্জামান নিজাম, সদস্য, প্রীতি রাণী দাস, সদস্য, শ্যামলী দাস লিলি, সদস্য, রোকেয়া, সদস্য, মিসেস নাছিম বানু, আজীবন সদস্য, মোহাম্মদ আবদুল্ল্যাহ, সদস্য, গন্ধ্য রাণী দাস, লায়লা বেগম, সদস্য, মনোয়ারা বেগম, সদস্য, মোস্তফা জামাল আলমগীর, সদস্য, নাজমুল ইসলাম, সদস্য, শেখ মোহাম্মদ শাহজাহান, সদস্য ও সংস্থার সকল কর্মকর্তাবৃন্দ।

এই সভার সূচনা হয় জাতীয় সংগীত ও পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে। ক্রমান্বয়ে কোরআন তেলাওয়াত ও গীতা পাঠ হয়। প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মরহুম ফজলুল হক (হক সাহেব) সহ সংস্থার সাথে জড়িত এ যাবৎকালে মৃত সকল ব্যক্তির আত্মার মাগফেরাত কামনা ও ১ মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। ৩৯তম অর্ধ-বার্ষিক সাধারণ সভা সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম সংস্থায় সংঘটিত নানান দিক সম্পর্কে আলোকপাত করেন। এছাড়াও এই সভায় নানান গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থাপিত হয় এবং প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

পিকেএসএফ কর্মকর্তাদের সংস্থার পরিদর্শন

গত ২৯/১১/২২ ইং তারিখে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার মাঠ পর্যায়ে সংস্থার সমন্বিত কৃষি ইউনিট এর উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিদর্শনে আসেন। এই পরিদর্শনে আসেন ড. আকন্দ মোঃ রফিকুল ইসলাম, সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) ও প্রকল্প সমন্বয়কারী, আরএমটিপি প্রকল্প, পিকেএসএফ।২৯ও ৩০ তারিখের ২দিনের এই সফরে কর্মকর্তারা সমন্বিত কৃষি খামার, ৪ নং স্টিমারঘাট সংলগ্ন, মানিকের বাড়ী, প্লাস্টিক প্রসেসিং সেন্টার, তোতার বাজার, সাহাবুদ্দিনের কারখানা, গাভী পালন, ছমির হাট, হেদায়েত উল্যাহ কচির বাড়ী, সমন্বিত কৃষি ও মৎস্য খামার ক্লাস্টার, সেলিম বাজার, প্রবীণদের মাঝে হুইল চেয়ার বিতরণ ও যুব মিটিং, প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্র ঘর, চর আমান উল্যাহ, মহিষের খামার, বগার বাজার সংলগ্ন, কামাল হোসেনের বাড়ী, গাভী পালন, চরজব্বর, রিপনের বাড়ী, ব্রয়লার ও সোনালী মুরগীর খামার, আটকপালিয়া বাজার সংলগ্ন, আমিনুল হকের বাড়ী পরিদর্শন করেন।

৩০/১১/২২ইং তারিখে সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের কনফারেন্স রুমে সংস্থার সকল কর্মকর্তাদের সাথে পিকেএসএফ এর কর্মকর্তারা সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে একটি মতবিনিময় সভা করেন। এই সভায় সংস্থার এ যাবৎকালীন ঘটিত সকল কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম।

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু ইন্টারন্যাশনাল পীস এ্যওয়ার্ড -২০২২ ও সনদ প্রাপ্তিঃ

ইন্ডিয়া বাংলাদেশ কালচারাল কাউন্সিল ও সাউথ এশিয়া বিজনেস পার্টনারশীপ এর যৌথ -এ প্রয়াসে গত ২৫ নভেম্বর ২০২২,রোজ শুক্রবার বিকাল ৪.০০ ঘটিকায় সত্যজিৎ রায় অডিটোরিয়াম, আইসিসিআর (ইন্ডিয়া কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশন) ৯/এ, অচিমিন স্মরণী (আমেরিকান কাউন্সিলের সামনে), কলকাতা, ভারত "ভারত-বাংলাদেশ বঙ্গমেলা" **নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু ইন্টারন্যাশনাল পীস এ্যওয়ার্ড -২০২২** প্রদান ও দুই বাংলার শিল্পীদের সমন্বয়ে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা সামাজিক কর্মকান্ডে বিশেষ অবদানের জন্য জুড়িবোর্ড **নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু ইন্টারন্যাশনাল পীস এ্যওয়ার্ড -২০২২** এর জন্য চুড়ান্ত মনোনিত করে। বিশেষ ব্যস্ততার কারণে সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পারেননি। যার দরুণ প্রাপ্ত পদক ও সনদ সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়।

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক আন্তর্জাতিক দূর্নীতি বিরোধী দিবস ২০২২ উদযাপন

৯ ডিসেম্বর ২০তম আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস। 'দুর্নীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ বিশ্ব' এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে নোয়াখালীর সুবর্ণচর উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির আয়োজনে আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস-২০২২ উপলক্ষ্যে বিশেষ মানবন্ধন এবং 'দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধে করণীয়' শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

৯ ডিসেম্বর শুক্রবার সকাল ১০.০০ ঘটিকায় উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে সৈকত সরকারি কলেজ রোডে মানবন্ধন শেষে কলেজ হলরুমে উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি ও সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও সাংবাদিক আবদুল বারী বাবলুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সুবর্ণচর উপজেলা নির্বাহী অফিসার চৈতি সর্ববিদ্যা। সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সৈকত সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ মোহাম্মদ মোনায়েম খান, পূর্বচরবাটা হাই স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ ও উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সাধারণ সম্পাদক মোঃ সালেহ উদ্দিন, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোঃ নাছিম ফারুকী, চরবাটা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আমিনুল ইসলাম রাজীব ও প্রবীণ শিক্ষাবিদ মাস্টার সেকান্দর আলম। সভায় বক্তারা বলেন, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছে দেশ। দেশের এই অগ্রযাত্রার পথে অন্যতম বাধা দুর্নীতি। দেশের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে হলে দুর্নীতি প্রতিরোধ করতেই হবে। শুধু আর্থিক অনিয়মই নয়, দায়িত্বে অবহেলা সহ নীতির বিরুদ্ধে যা করা হয় তাই দুর্নীতি। আমাদের সবাইকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। এসময় তারা কোমলমতি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, দুর্নীতি প্রতিরোধে আমাদেরকে সচেতন হতে হবে। নিজ নিজ অবস্থান থেকে দুর্নীতিকে না বলতে হবে। শিক্ষাজীবন থেকেই সঠিক নীতি অবলম্বন করে দায়িত্ব পালনের চর্চা করতে হবে।উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি ও সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম বলেন, দুর্নীতি প্রতিরোধে রাজনৈতিক ও সামাজিক সচেতনতা জরুরি। সাধারণ জনগণের সচেতনতা ও ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় পারে দুর্নীতি প্রতিরোধ করতে। তাই দুর্নীতি প্রতিরোধে আমাদের সবাইকে সচেষ্ট হতে হবে। তিনি আরো বলেন, দুর্নীতি প্রতিরোধে উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির কার্যক্রম সর্বদা অব্যাহত থাকবে।অনুষ্ঠানে উপজেলার বিভিন্ন এনজিওর প্রতিনিধি, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ, সাংবাদিক, রোভার স্কাউটের সদস্যসহ গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।